ফিকাহ্ লেভেল-৩

অধ্যায়ঃ সিয়ামে রামাযান

দ্বীন ইসলামে সিয়ামের মর্যাদাঃ

নমযানের সিয়ম ইসলামের অন্যতম রুকন ও যরুরী বিষয়। ইহা কিতাব সুন্নাহ্ ইজমা ত্রিবিধ দলীল দ্বারা সুপ্রমানিত।

কোরআন থেকে দলীলঃ আল্লাহ্ তাআলার বানী ----------

অর্থঃ হে ঈমানদারগন! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরজ করা হয়েছে যেমনটি ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ব বর্তীদের উপর। যাতে করে তোমরা পরহেযগার হতে পার (সূরা বাকারা-১৮৩)

হাদীস থেকে দলীলঃ নবী ﷺ এর বানী ইসলাম পাঁচটি বিয়য়ের উপর ভিত্তিশীল -------- এবং রমযানের ছিয়াম পালন করা।

ইজমা থেকে দলীলঃ সমস্ত উম্মতে মুসলিম এবিয়য়ে ঔক্যমত যে, ছিয়ামে রামাযান ফরজ এবং ইসলামের অন্যতম রুকন।

ছিয়ামের ফযীলতঃ

ইহার মহা ফযীলত রয়েছে। এর বিনিময় অপরিসীম হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্ বলেনঃ আদম সন্তানের প্রতিটি আমল দশগুন থেকে ৭০০ গুনে উন্নীত করা হয়। আল্লাহ্ বলেনঃ শুধু মাত্র ছিয়াম এর ব্যকিক্রম। কারন উহা আমারই জন্য এবং আমি ইহার প্রতিদান দিব (বুখারী ও মুসলিম)। উক্ত ছিয়ামকে আল্লাহ্ নিজদিকে সম্মন্ধ করেছেন তার সম্মান ও মহানত্ব প্রকাশ করার জন্য। নবী ﷺ আরো বলেনঃ

জান্নাতে একটি দরজা রয়েছে যার নাম ‘‘রাইয়ান’’ কিয়ামত দিবসে ছিয়াম ব্রত পালন কারীগন ঐ দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের সাথে অন্য কেউ প্রবেশ করবে না বলা হবেঃ কোথায় ছিয়াম আদায় কারীগন? তখন তারা উঠে দাড়াবে (ও তাতে প্রবেশ করবে) তাদের প্রবেশ করা হলে ঐ দরজাটি বন্ধ করে দেয়া হবে আর কেউ তা দিয়ে প্রবেশ করবে না (মুত্তাফাক আলায়হে) ইহা একটি সুবর্ন সুযোগ যার কোন বিকল্প নেই। ইহা উত্তম ক্ষেত্র যাকে কাজে লাগানো ওয়াজিব। ইহা হাতে গোনা কিছু দিন যা মঙ্গল ও তাকওয়া দ্বারা পরিপূর্ন। ইহা ইবাদত ও আনুগত্বের (সুন্দর) ক্ষেত্র।

ছিয়াম সংবিধিবদ্ধ করনের রহস্যঃ

ছিয়াম সংবিধিবদ্ধ করা হয়েছে এজন্যই যে, তাতে রয়েছেঃ আত্মার পরিশুদ্ধি ও পবিত্র করন মন্দ আচারন হতে। উহা শরীরে শয়তানের চলাচলের পথ সংকীর্ন করে ফেলে। উহাতে রয়েছে দুনিয়ার ও তার লোভলালসা থেকে নিরুৎসাহিত করন ও পরকালের প্রতি উদবুদ্ধকরন। উহাতে রয়েছে ফকীর মিসকীন

এর প্রতি দয়া দৃষ্টি প্রদর্শন এবং তাদের কষ্ট সম্পর্কে উপলব্ধি করন। আরো রয়েছে তাতে মুসলিম ব্যক্তির জন্য আল্লাহ ভীতির প্রশিক্ষণ।

ছিয়ামের অর্থঃ ইহার আভিধানিক অর্থ হলঃ বিরত থাকা। শরীয়তের পরিভাষায় দ্বিতীয় ফজর উদিত (সুবহে সাদেক) হওয়ার পর থেকে নিয়ে সূর্য ডোবা পর্যন্ত সমস্ত প্রকার পানাহার ও যৌন স্প্রিহা থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে ইবাদত করার নাম হল ছাওম বা ছিয়াম।

কোন সনে সিয়াম ফরজ করা হয়?

হিজরতের দ্বিতীয় সনে ছিয়ামে রামাযান ফরজ করা হয়েছে। এই ছিয়াম ফরজ হওয়ার পর নবী ﷺ ৯টি রামাযানের ছিয়াম রেখে ছিলেন।

ছিয়াম ফরজ হওয়ার শর্তাবলীঃ

১) ইসলাম ঃ (এই শর্ত দ্বারা কাফের ছিয়ামের আওতাভুক্ত হওয়া থেকে বের হয়ে যাবে। কারন কাফেরের ছিয়াম শুদ্ধ হবে না কারন ছিয়াম হল একটি ইবাদত আর ইবাদত নিয়তের মুখাপেক্ষী।

২) বালেগ (সাবালক) হওয়াঃ (এ থেকে বালক বের হয়ে যাবে কারন তার উপর ছিয়াম ওয়াজিব নয়। কারন সে শরীয়তের বিধিবিধান মানতে বাধ্য নয। তবে তাকে মুস্তাহাব হিসাবে ছিয়াম পালনের নির্দেশ দিতে হবে যাতে করে উহা তার অভ্যাসে পরিনত হয়ে যায়।

৩) জ্ঞান বিদ্যমান থাকাঃ এ শর্ত দ্বারা পাগল বের হয়ে যাবে। কারন সে লোপ পাওয়ার কারনে শরীয়তের বিধিবিধান মানতে বাধ্য নয়।

৪) ছিয়াম পালনে সক্ষম হওয়াঃ এ শর্ত দ্বারা বয়ো বৃদ্ধি ও অসুস্থতার জন্য সিয়াম পালনে অক্ষম ব্যক্তি বের হয়ে যাবে।

৫) মুকীম অবস্থায় থাকাঃ (স্থায়ীত্ব) এ দ্বারা মুসাফির বের হয়ে যাবে।

ছিয়ামের নিয়্যাতঃ

রাত থাকতেই ফরয ছিয়ামের নিয়ত করা ওয়াজিব অর্থাৎঃ সে মনে মনে স্থীর করবে উহা রামাযানের ছিয়াম, না কাফফারার কিংবা মান্যতের ছিয়াম। দলীলঃ আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক বর্নিত হাদীসঃ নবী ﷺ বলেনঃ যে ব্যক্তি ফজরের পূর্বে ফজরের নিয়ত পাকা করবে না তার ছিয়াম শুদ্ধ হবে না। (আহমাদ, সুনান চতুষ্টয় ও ইবনু হিব্বান) রাতের প্রথম ভাগ, মধ্যভাগ ও শেষ ভাগে কোন পার্থক্য নেই (বরং যে কোন ভাগে নিয়ত করলেই হবে) যদি রাতেই ছিয়ামের নিয়ত করে এবং ফজর উদিত হওয়ার পর জাগ্রত হয় তবে পানাহার থেকে বিরত থাকবে তার ছিয়াম ইনশাআল্লাহ বিশুদ্ধ হবে।

অবশ্য নফলের ক্ষেত্রে দিনের ভাগে নিয়ত করলেও ছিয়াম ছহীহ হয়ে যাবে। যদি সে ফজর উদিত হওয়ার পর কোন কিছু পানাহার না করে থাকে। দলীলঃ আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসঃ তিনি বলেনঃ একদা আমার নিকটে নবী ﷺ আগমন করলেন, বললেনঃ তোমাদের নিকট কি কিছু আছে? আমরা বললাম না কিছু নেই। নবী ﷺ বললেনঃ তবে আমি ছিয়াম ব্রত রয়ে গেলাম। (মুসলিম নাসায়ী, আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

রমযান মাস প্রমানিত হবে নিম্ন বর্ণিত দুটি বস্তুর যে কোন একটির দ্বারাঃ

১) রামাযানের চাঁদ দেখার মাধ্যমে। সুতরাং যে ব্যক্তি নতুন চাঁদ দেখবে তার প্রতি ছিয়াম রাখা ওয়াজিব হবে অনুরুপ ভাবে ওয়াজিব হবে যদি প্রাপ্ত বয়স্ক একজন ব্যক্তি চাঁদ দেখার স্বাক্ষ্য দেয়।

২) শাবান মাসেন ত্রিশ দিন পূর্ণ করাঃ আর উহা ঐ সময় যখন শাবানের ত্রিশ তারীখের রাতে চাঁদ দেখা যাবে না বৃষ্টিবাদল বা অন্যকোন বাধা থাকার কারনে।

দলীলঃ হাদীসে এসেছে --------

> তোমরা চাঁদ দেখে ছিয়াম পালন করবে এবং চাঁদ দেখেই ছিয়াম ভঙ্গ করবে। যদি চাঁদ তোমাদের থেকে অদৃশ্য হয়ে থাকে তবে তোমরা শাবান মাসের ৩০ দিন পূর্ন করে নিবে। (বুখারী ও মুসলিম)

প্রশ্নমালাঃ

১) ছিয়ামের ফযীলত উল্লেখ করুন।

২) এই ছিয়াম উম্মতে মুসলিমার উপর কখন ফরয করা হয়েছে? ইসলাম ধর্মে ইহার মর্যাদা (অবস্থান) কি রুপ?

৩) ছিয়ামের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ উল্লেখ করুন। উহা সংবিধিবদ্ধ করনের রহস্য কি দলীলসহ উত্তর দিন। উহা ওয়াজি (ফরয) হওয়ার শর্তাবলী উল্লেখ করুন।

৪) কি বস্তু দ্বারা ছিয়ামের মাস প্রমানিত হবে?

ছিয়াম কাযা করার ক্ষেত্রে ৩ বাস্বিত করা উচিত যাতে করে যিম্মা মুক্ত হয়ে যায়। তবে দ্বিতীয় রমাযান আসা পর্যন্ত কাযা বিলম্বিত করা যায়। দলীলঃ আয়েশা (রাঃ) এর বানী (আমার উপর রমাযানের ছিয়াম বাকী থেকে যেতো রাসূলের ﷺ খিদমতে নিয়োযিত থাকার কারনে আমি উহা সাবান মাস ছাড়া অন্য মাসে আদায় করতে পারতাম না (বুখারী ও মুসলিম) উহা পৃথক পৃথক করে রাখা যায় আবার এক সাথেও রাখা যায়। তবে যদি শাবান মাসের ঐ পরিমান দিন থাকে যে পরিমান দিন তার উপর কাযা ছিয়াম রযেছে তবে সে ক্ষেত্রে ধারাবাহিক ভাবেই তাকে ছিয়ামের কাযা আদায় করতে হবে।

ঐ ব্যক্তির বিধান, যে ব্যক্তি কাযা ছিয়াম বেশী বিলম্বিত করার জন্য অন্য এক রামাযান মাস এসে উপস্থিত হয়েগেছেঃ যদি উক্ত বিলম্ব ওযরবশতঃ তথা অসুস্থতা, বা সফরে থাকা ইত্যাদী কারনে হয় তবে তাকে শুধু কাযা আদায় করতে হবে। অবশ্য যদি ওযর ছাড়া হয় তবে কাযা আদায় করার সাথে সাথে প্রত্যেক দিনের বিনিময়ে একজন মিসকীনকে খাওয়াবে। শহরে প্রচলিত খাদ্য হতেই খাওয়াতে হবে। তার উপর এই গুনাহ থেকে আল্লাহর নিকট তাওবা করা ওয়াজিব।

যে ব্যক্তি কাযা পরিত্যাগ করত মৃত্যু কবরন করল তার বিধানঃ

যদি কাযা পরিত্যাগ ওযর বশত হয় তবে তার উপর কিছুই বর্তাবে না। কিন্তু যদি বিনা ওযরে পরিত্যাগ করে থাকে এবং নতুন রামাযান আসার পূর্বেই মারা যায় তবে তার উপরেও কিছু বর্তাবে না কারন তার জন্য ঐ মূহূর্ত পর্যন্ত বিলম্ব করা বৈধ ছিল যখন সে ইন্তেকাল করে। তবে নতুন রামাযান আসার পর যদি তার মৃত্যু হয় উক্ত ছিয়ামের কাযা পরিত্যাগ করার জন্য কাফফারা দেয়া ওয়াজিব। আর তাহল প্রত্যেক দিনের বদলে একজন মিসকীনকে খাদ্য দেয়া।

যে ব্যক্তি কাফফারা অথবা মান্যতের ছিয়াম রেখে মারা যায় তার বিধানঃ

যে ব্যক্তি কাফফারার ছিয়াম যেমন, যেহারের কাফফারা, তামাত্ত হজ্জ কারীর কুরবানীর বিকল্প ওয়াজিব ছিয়াম - ইত্যাদী রেখে মারা যায় তবে তার পক্ষ থেকে প্রত্যেক দিনের বিনিময়ে একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করবে। যে ব্যক্তি নযর মান্যতের ছিয়াম রেখে ইন্তেকাল করে তার অভিভাবকের জন্য তার পক্ষ্যথেকে ছিয়াম রাখা মুস্তাহাব। দলীলঃ জনৈক মহিলা নবী ﷺ এর নিকট এসে বললেনঃ আমার মাতা মান্যতের ছিয়াম রেখে মৃত্যু বরন করেছেন আমি কি তার পক্ষ থেকে উক্ত ছিয়াম আদায় করতে পারি? নবী ﷺ বললেন হাঁ পারবে। বুখারী, মুসলিম ইবনুমাজা হাদীসের শব্দ ইবনে মাজা থেকে সংগৃহীত।

ইবনুল ক্বায়্যেম (রহঃ) বলেনঃ মৃত্যু ব্যক্তির পক্ষ থেকে শুধু মাত্র নযর মান্যতের ছিয়াম রাখা যাবে ঐ ফরয ছিয়াম নয় যা ইসলামের অন্যতম রুকন। সুতরাং ছালাতের ন্যায় এতেও নেয়াযত নেই। (অর্থাৎ কেউ কারো পক্ষ থেকে এই ইবাদত আদায় করতে পারবে না)। কিন্তু নযর মান্যতের ছিয়াম যেহেতু শরীয়তের পক্ষ থেকে ওয়াজিব হয়নি বরং বান্দায় নিজের পর্যায় ভুক্ত হয়েছে এই জন্য রসূল ﷺ উক্ত ছিয়ামকে ধানের সাদৃশ্ব বলেছেন।

প্রশ্ন মালাঃ

১) অন্য রমাযান আসার পূর্ব পর্যন্ত রামাযানের ছিয়াম কাযা বিলম্বিত করার বিধান কি দলীল সহ লিখ।

২) অপর রমাযান এসে যাওয়া পর্যন্ত কাযা বিলম্ব করার বিধান কি?

৩) যে ব্যক্তি রামাযানের কাযা বিলম্ব করত মৃত্যু বরন করে তার বিধান কি?

অধ্যায়ঃ ছিয়ামের জন্য মুস্তাহাব ও মাকরুহ্ বিষয় সমূহঃ

ছিয়ামের মুস্তাহাব বিষয় সমূহঃ

১) ছিয়ামের জন্য বেশী বেশী কুরআন পাঠ, যিক্‌র আযকার করা, সাদকা দেয়া, খারাপ কথা হতে যবান হেফাযত করা মুস্তাহাব। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ ----------

রসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন সবচেয়ে দানকারী। আর তিনি বেশী দান করতেন রমাযান মাসে যখন জিব্রীল সাক্ষাৎ করত। জিবরীল (আঃ) তার সাথে রামাযানের প্রতিটি রাত্রে সাক্ষাৎ করতেন এবং নবীকে সাথে নিয়ে কুরআন অধ্যায়ন করতেন এসময় রসূলুল্লাহ ﷺ দানের ক্ষেত্রে শক্তি শালী বায়ুর গতির চেয়েও বেশী গতিশীল হতেন।

২) যাকে গালী দেয়া হবে তার জন্য প্রকাশ্যে একথা বলা মাসনূন (আমি ছিয়াম ব্রত আছি, আমি রোযাদার) বুখারী ও মুসলিম।

৩) ছিয়াম পালন কারীর জন্য সেহরী গ্রহন করা মুস্তাহাব। নবী ﷺ বলেনঃ ----------
তোমরা সেহরী গ্রহন কর কারন সেহরীতে বর্কত রয়েছে (বুখারী ও মুসলিম)

৪) সেহরী বিলম্ব করে খাওয়া এবং ইফতারী তরান্বিত করে খাওয়া সুন্নত সম্মত। নবী ﷺ বলেনঃ ----------

মানুষ মর্যাদার কল্যানে থাকবে যতদিন তারা ইফতারী গ্রহনে তরান্বিত করবে (বুখারী ও মুসলিম)

৫) টাটকা খেজুর দিয়ে ইফতারী করা মাসনূন। যদি না পাওয়া যায় তবে সাধারন খেজুর দিয়ে ইফতারী করা মাসনূন যদি তাও না মেলে তবে পানি দ্বারা ইফতারী করা সুন্নত। যদি পানিও না পাওয়া যায় তবে সহজলভ্য যে কোন পানাহার দ্বারা ইফতারী করবে (আবু দাউদ, তিরমিযী)

৬) ইফতারীর মূহূর্তে দুআ করা ভাল। ইফতার কালিন দুওয়াঃ এই দুওয়া বলা মাসনূন ---- ----------

অর্থাৎঃ পিপাসা বিদুরীত হয়েছে শিরা উপশিরা তরুতাজা হয়েছে। আল্লাই চায়তো সওয়াবও নিশ্চিত হয়েছে।

৭) ছিয়ামের জন্য সর্বাবস্থায় যে সওয়াক করা মুস্তাহাব একারনে তার ছিয়ামে কোন প্রভাব পড়বে না। (এর বিপরীত ধারনা অজ্ঞতা মাত্র)

৮) ছিয়াম পালন কারীদেরকে ইফতারী করা মাসনূন। নবী ﷺ বলেনঃ ---------- ----------

৯) রামাযানের শেষ দশকে ইত্তেকাফ করা সুন্নত। কারন নবী ﷺ ইহা (রামাযানে) স্থায়ী বাবে করেছেন।

১০) ইবাদত বন্দেগী বেশী বেশী করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা মাসনূন বিশেষ করে রামাযানের শেষ দশকের দিকে। আয়শা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে এসেছেঃ

যখন রামাযানের শেষ দশক প্রবেশ করত তখন নবী সমস্ত রাত জাগতেন, পরিবারকেও জাগাতেন এবং (ইবাদতের) পূর্ন প্রস্তুতি নিতেন (বুখারী ও মুসলিম)।

ছিয়ামের জন্য যা করা মাকরুহঃ

১) মুখে থুথু জড় করে তা গিলে ফেলা মাকরুহ।
২) কুল্লী ও নাকে পানি বেশি বেশি করে প্রবেশ করা মাকরুহ।
৩) বিনা প্রয়োজনে খাদ্যের স্বাদ গ্রহন করা মাকরুহ।

ছিয়ামের উপর যা করা ওয়াজিবঃ

মিথ্যা কথা বলা, পর নিন্দা করা, একজনের বিভেদ সৃষ্টির জন্য অন্যকে যেয়ে লাগানো, গালী গালাজ, অশ্লীল কাজ এগুলো সবই সর্বাবস্থায় এবং বিশেষ করে ছিয়াম অবস্থায় পরিত্যাগ করা ওয়াজিব। কেননা হাদীছে এসেছেঃ ---------

অর্থাৎঃ যে ব্যক্তি (ছিয়াম অবস্থায়) মিথ্যা বলে ও তার উপর আমল করে এবং মূর্খতা ছাড়ল না আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই এই লোকের পানাহার পরিত্যাগ করার মাঝে। (বুখারী ও মুসলিম)

প্রশ্নমালাঃ

১) যে ব্যক্তি ওযর বশত অথবা বিনা ওযরে নামাযান এর ছিয়াম অন্য নামাযান পর্যন্ত বিলম্বিত করে তার বিধান কি?

২) যে ব্যক্তি ওযর বশত বা বিনা ওযরে রামাযানের কাযা তরক করতঃ মৃত্যু বরন করে তার বিধান কি?

৩) কখন মৃত্যু ব্যক্তির পক্ষ থেকে ছিয়াম রাখা যথেষ্ট হবে?

৪) ছিয়াম কারীর জন্য কি কি করা মুস্তাহাব? কি কি জিনিস থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব?

৫) ছিয়ামের জন্য কি করা মাকরুহ? ইফতার কালিন কি দুওয়া বলবে?

অধ্যায়ঃ যে সমস্ত ওযর বশত রামাযানে ছিয়াম ভঙ্গ করা বৈধঃ
যাদের জন্য রামাযানে ছিয়াম ভঙ্গ করা বৈধ তারাহলঃ

১) অসুস্থ ব্যক্তি যে ছিয়াম পালনে ক্ষতি গ্রস্থ হয় অথবা যে ঔষধ সেবন করতে বাধ্য হয় এবং অদূর ভবিষ্যতে তার সুস্থতা আশা করা যায়।

২) ঐ মুসাফির ব্যক্তি যার জন্য ছালাত কসর বৈধ। এক্ষেত্রে তাদের জন্য ছিয়াম ভঙ্গ করাই উত্তম এবং সুন্নত সম্মত। তবে তাদের উপর ছিয়ামের কাযা আদায় করা ওয়াজিব। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেনঃ----------

> তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অসুস্থ অথবা সফর রত হবে তবে সে অন্য দিনে তা গননা করে নিবে (এবং কাযা আদায় করবে) - বাকারাঃ ১৮৪

নবী ﷺ বলেনঃ---------- অর্থাৎ সফরে ছিয়াম পালন করা নেকীর পর্যায় ভূক্ত নয় (মুত্তাফাক্ব আলায়হে)
তবে যদি তারা ছিয়াম রাখে তো তাই তাদের জন্য যথেষ্ট হবে।

৩) ঋতুবতী ও নেফাস ওয়ালী মহিলাঃ এরা ছিয়াম ভঙ্গ করবে তবে পরে কাযা আদায় করবে। এরা ছিয়াম রাখলেও তা আদায় হবে না। বরং তাদের জন্য এ অবস্থায় ছিয়াম রাখাই হারাম। হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রাঃ) বলেনঃ আমরা ছিয়ামের কাযা আদায় করার জন্য আদিষ্ট হতাম কিন্তু ছালাতের কাযার জন্য আদিষ্ট হতাম না। (মুত্তাফাক্ব আলায়হে)

৪) গর্ভবতী ও বাচ্ছাকে দুধদান কারিনীঃ যদি তারা নিজের আত্মার প্রতি ভয়করে অথবা নিজ আত্মা ও বাচ্চার উপর ক্ষতির আশংকা করে তবে অসুস্থ ব্যক্তির ন্যায় তারাও ছিয়াম ভঙ্গ করবে এবং পরে কাযা করবে। আর যদি নিজ সন্তানের উপর শুধু ভয় করে তবে ছিয়াম ভঙ্গ করবে (পানাহার করবে) এবং পরে কাযা আদায় করবে এবং সাথে প্রতিটি দিনের বদলে একজন সিমকীনকে খাদ্যদান করবে। কারন আল্লাহতাআলা বলেনঃ আর যারা ছিয়াম রাখতে অসমর্থ তারা ফিদিয়া দিবে - অর্থাৎ একজন মিসকিনের খাদ্য দিবে (বাক্বারাঃ ১৮৪)

৫) অতি বয়স্ক হওয়ার কারনে ছিয়াম পালনে অক্ষম অথবা এমন অসুস্থতার কারনে অক্ষম যার সুস্থতা নৈরাশ্য জনকঃ এরা ছিয়াম ভঙ্গ করবে এবং প্রত্যেক দিনের বিনিময়ে একজন মিসকিনকে দেশে প্রচলিত খাদ্য হতে অর্ধ সা তথা প্রায় সোয়া কেজি খাদ্য দান করবে।

৬) কোন ব্যক্তি কোন ডুবন্ত অথবা জলন্ত ব্যক্তিকে বাচাতে যেয়ে কিংবা জিহাদের জন্য ছিয়াম ভঙ্গ করতে চায়, তো তা সে করতে পারবে।

- রামাযানে বিনাওযরে পানাহার করা বা ছিয়াম ভঙ্গ করা জায়েয নয়। যদি ইচ্ছা কৃতভাবে ছিয়াম ভঙ্গ করে তবে তাকে তাওবা করতে হবে এবং উক্ত ছিয়ামের কাযা আদায় করতে হবে।

প্রশ্নমালাঃ

১) কি কি ওযরে রামাযানের ছিয়াম ভঙ্গ করা জায়েয।

২) অসুস্থ ও মুসাফিরের জন্য কোনটি করা উত্তম ছিয়াম রাখা না ছিয়াম ভঙ্গ করা দলীলসহ যদি তারা ছিয়াম ভঙ্গকরে তবে তাদের জন্য কি করনীয় রয়েছে?

৩) কখন গর্ভবতী ও বাচ্চাকে দুধদান কারিনী ছিয়াম ভঙ্গ করবে? কখন তারা ছিয়ামের কাযা আদায় করবে। কখন তারা ছিয়াম ভঙ্গ করবে ও কাযা আদায় এর সাথে মিসকিনকে অন্যদান করবে। শেষক্ত কথা দলীরসহ উল্লেখ পূর্বক শকিশালী কর।

৪) অতি বয়স্ক হওয়র কাননে কেউ ছিয়াম আদায় করতে অপারগ হলে তার কি বিধান?

অধ্যায়ঃ ছিয়াম বিনষ্টকারী বিয়ষ সমূহ

ছিয়াম বিনষ্টকারী বেশ কিছু বিষয় রয়েছে যা প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির জন্য জানা ওয়াজিব। যাতে করে তা থেকে সে বিরত ও সাবধান থাকতে পারে বিষয়গুলি নিম্ন রুপঃ

১) জেনে বুঝে রমাযানের দিবসে পানাহার বা পানা হারের বিকল্প ব্যবহার করা যেমনঃ খাদ্য সর্বারাহের ইঞ্জেকশন দ্বারা রক্ত প্রবেশ করানো। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ ---------

অতঃপর তোমরা ছিয়াম পুরা কর রাত পর্যন্ত। (বাকারাঃ ১৮৭)

তবে ভূল বশতঃ পানাহার করে ফেললে তার উপর কিছুই বর্তাবে না। কারন রসূলে ﷺ হাদীসে এসেছেঃ যে ব্যক্তি ভূল বশত পানাহার করে ফেলে তবে সে যেন তার ছিয়াম পূর্ন করে কারন আল্লাহই তাকে উক্ত পানাহার করিয়েছেন। (বুখারী, মুসলিম, আবূদাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা)

২) মুখ ও নাক দিয়ে পেটে কিছু পৌঁছালে ছিয়াম ভঙ্গহয়ে যাবে। তবে যদি কোন কিছু অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রবেশ করে ফেলে যেমন মশা বা মাছি ঢুকে যায় তবে ইহা তার ছিয়ামে কোন প্রভাব ফেলবে না।

৩) যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে বোমী করে তবে ছিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে। তবে যদি তার বোমী এমনিতেই এসে যায় তবে তার উপর কিছুই বর্তাবে না।

৪) অসময়ী মিলামিশা, স্পর্শ, দৃষ্টি দেয়া, অথবা হস্তমৈথুন ইত্যাদী দ্বারা বীর্যবের হওয়া ছিয়াম ভঙ্গের অন্যতম কারন।

৫) ঋতু ও সন্তান প্রসবত্তর রক্ত দেখা দিলে সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে যদিও উহা পরিলক্ষিত হয় সূর্য ডোবার সামান্য কিছু পূর্বে।

৬) নারী সঙ্গমের দ্বারা ছিয়াম ভঙ্গ হয়ে যায়। অর্থাৎ পুরুষাঙ্গ স্ত্রী অঙ্গে প্রবেশ করলেই ছিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে বীর্য পাত হোক বা না হোক।

ছিয়াম ভঙ্গ কারী বিষয়গুলির কতিপয় শর্তমালাঃ

১) উক্ত ভঙ্গ কারী বিষয় সম্পর্কে তার জ্ঞান থাকতে হবে। ঐ ব্যাপারে মূর্খ থাকলে তার কথা ভিন্ন।

২) উহা তার স্বরনে থাকা। ভূলে ছিয়াম ভঙ্গকারী কিছু করে ফেললে কোন কিছু বর্তাবে না।

৩) সেচ্ছায় সম্পাদন করা কোন প্রকার জবরদস্তি ছাড়াই। যদি কোন ব্যক্তি উক্ত ছিয়াম ভঙ্গ কারী কোন বিষয় ভূলে বা অজ্ঞতা বশত করে ফেলে বা বিনা ইচ্ছা বা বাধ্যতা মূলক করে ফেলে তবে তার ছিয়াম বিশুদ্ধ বলেই গন্য হবে। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ ----------

হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা ভূলে যাই বা ভূল করে বসি তবে আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। (বাক্বারা - ২৮৬)

নবী ﷺ বলেনঃ ----------
আমার উম্মত থেকে ভূল ভ্রান্তি ও যার উপর যবরদস্তি করা হয় তা ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে (ইবনে মাজাহ)
আবূ হোরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে নবী ﷺ বলেনঃ যে ব্যক্তি ছিয়াম ব্রত অবস্থায় কিছু পানাহার করে ফেলে তবে সে যেন তার ছিয়াম পুরা করে (অর্থাৎ ছিয়াম ভঙ্গ করবে না) কারন আল্লাহই তাকে পানাহার করিয়েছেন (বুখারী ও মুসলিম)

যে ব্যক্তি জেনে বুঝে সেচ্ছায়, স্মরন রেখেই ছিয়াম বিনষ্ট করবে তার অবশ্যকর্তব্য হল আল্লাহর নিকট তাওবা করা ও উক্ত দিনের কাযা আদায় করা। তবে তার উপরে কোন কাফফারা ওয়াজিব নয়। তবে স্ত্রী সঙ্গমের কথা ভিন্ন। সে ক্ষেত্রে তাকে শক্ত কাফফারা দিতে হবে আর তা হলঃ গোলাম আযাদ করা যদি তা না পারে তবে দারাবাহিক ভাবে দুই মাস ছিয়াম পালন করবে যদি তাও না পারে তবে ৬০ জন মিসকীনকে অর্ধ সা (সোয়া কেজি) করে খাদ্য দান করবে।

সূর্য ডোবা বা ফজর উদিত হওয়ার ক্ষেত্রে সন্দেহঃ

সূর্য ডোবায় সন্দেহ থাকাবস্থায় কোন ছায়েমের জন্য ছিয়াম পালন করা বৈধ নয়। কেননা আসল তো হল দিন বাকী থাকা অবশ্য ফজর উদিত হয়েছে কিনা এনিয়ে সন্দেহ থাকলেও তার জন্য পানাহার করা বৈধ কারন রাত বাকী থাকাটাই এক্ষেত্রে আসল। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

পানাহার করতে থাক যতক্ষণ পর্যন্ত ফজরের শুভ্র রেখা কৃষ্ণ রেখা থেকে উদ্ভাসিত না হবে (বাক্বারা ঃ ১৮৭)

প্রশ্নমালাঃ

১) যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত বা ভূল বশতঃ রমাযানের দিনের বেলায় পানাহার করে ফেলে তার বিধান কি? (দলীল সহ)

২) এক ব্যক্তি ফজর উদিত হওয়ার ক্ষেত্রে সন্দেহ পোষন করেও পানাহার করল এবং অপর ব্যক্তি সূর্য ডোবার ক্ষেত্রে সন্দেহ করে পানাহার করল। এ উভয়ের মাঝে পার্থক্যের কারন উল্লেখ পূর্বক নির্নয় কর।

৩) ছিয়াম ভঙ্গ কারী বিষয় সমূহ ছিয়াম ভঙ্গ কারী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য যে সমস্ত শর্তমালা রযেছে তা কি কি?

অধ্যায়ঃ নফল ছিয়াম

মুস্তাহাব ছিয়ামঃ

১) দাউদ (আলাইহি সাল্লামের) ছিয়াম হল সর্বোত্তম ছিয়াম। তিনি একদিন ছিয়াম পালন করতেন এবং একদিন ছিয়াম পরিত্যাগ করতেন (বুখারী ও মুসলিম)

২) রমযান মাসের পর উত্তম ছিয়াম হল মুহাররম মাসের ছিয়াম। (মুসলিম)

৩) সব থেকে তাকীদ পূর্ন ছিয়াম হল আশূরার ছিয়াম পালন। তবে আশুরার সাথে অর্থাৎ দশই মুহাররমের সাথে ৯ই মুহাররম মিলানো। আশুরার ছিয়াম বিগত এক বছরের গুনাহের কাফফারা স্বরুপ (মুসলিম)

৪) শাওয়ালের ছয়টি ছিয়াম রাখা সুন্নাত। নবী ﷺ বলেনঃ ----------

যে ব্যক্তি রমযানের ছিয়াম রাখারপর শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম রাখবে এটা তার জন্য সমস্ত বছর ছিয়াম রাখার তুল্য হয়ে যাবে (মুসলিম)

৫) যিলহজ্ব মাসের প্রথম নয় দিন ছিয়াম রাখা মুস্তাহাব। এর মধ্যে সব থেকে তাকীদপূর্ন ছিয়াম হল ৯ই জিল হজ্ব আরাফারদিন এই দিনের ছিয়াম দুই বছরের গুনাহের কাফফারা স্বরুপ (মুসলিম প্রভৃতি)

৬) প্রত্যেক মাসে তিনটি ছিয়াম রাখা উত্তম। তাহল আইয়ামুল বীয তথা ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে ছিয়াম পালন করা।

৭) সোম ও বৃহস্পিতিবার ছিয়াম রাখা। কারন নবী ﷺ বলেনঃ এই দুটি দিনেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট আমল সমূহ পেশ করা হয়। আর আমি চাই যে আমার আমল ছিয়াম ব্রত অবস্থায় পেশ করা হোক। (আহমাদ, নাসায়ী)

মাকরুহ্ ছিয়ামঃ

১) রজব মাসে ছিয়াম রাখা মাকরুহ। ওমর বিনুল খাত্তাব এজন্য রজব পালন কারীদেরকে প্রহার করতেন এবং পানাহারের জন্য বাধ্য করতেন। তিনি বলেনঃ পানাহার কর কারন এই মাসকে অন্দকার যুগের লোকেরা সম্মান করত। (ইবনো আবী শাইবা)

২) খাস করে জুমআর দিন ছিয়াম রাখা মাকরুহ। কারন নবী ﷺ বলেনঃ ----------

তোমাদের কেউ যেন জুমআর দিন ছিয়াম না রাখে তবে যদি তার আগে অথবা পরেরদিন যুক্ত করে ছিয়াম রাখে তবে সে কথা ভিন্ন (বুখারী ও মুসলিম)

যে ব্যক্তি সন্দেহ পূর্ন দিনে ছিয়াম করল সে আবুল কাসেম (নবী ﷺ) অবাধ্যতা করল। এই সন্দেহ পূর্ন দিন হল শাবানের ৩০ তম দিন। যদি আকাশে বাদল কিংবা বৃষ্টি থাকে। শুধু অর্ধ শাবানের ছিয়াম খাস করে রাখা মাকরুহ। কেননা এই দিনে খাস করে ছিয়াম রাখার কোন দলীল নেই।

হারাম ছিয়ামঃ

১) দুই ঈদের দিন ছিয়াম রাখা হারাম। কারন হাদীসে এসেছেঃ ----------

নবী ﷺ ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিনে ছিয়াম রাখতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

২) আইয়ামে তাশরীকের দিন গুলিতে ছিয়াম রাখা হারাম। তবে শুধু ওর জন্য বৈধ যে হজ্জে কেরান বা হজ্জে তামাত্তু করতে যেয়ে কুরবানী দিতে সক্ষম নয়। দলীল ইবনে উমার কর্তৃক বর্ণিত হাদীস----------

আইয়ামে তাশরীক (তথা যুল হজ্জ মাসের ১১, ১২, ১৩ তারিখে) ছিয়াম রাখার অনুমতি নেই। শুধু তার জন্য অনুমতি রয়েছে যে কুরবানী দিতে অক্ষম। (বুখারী)

ছিয়াম সংক্রান্ত বিবিধ মাসায়লাঃ

- যদি কোন ব্যক্তি জুনবী অবস্থায় ঘুম থেকে জাগ্রত হয়, অথবা ঋতুবতী কিংবা বাচ্চা প্রসব কারিনি ঋতু স্রাব থেকে ফজরের পূর্বে পাক হয়ে যায় তবে এদের সকলে সাহরী গ্রহন পূর্বক ছিয়াম পালন করবে এবং ফজর উদিত হওয়ার পরবর্তী পর্যন্ত বিলম্বিত করবে।
- কোন ব্যক্তি নফল ছিয়ামে প্রবেশ করার পরও তা পূর্ন করা তার উপর ওয়াজেব নয় বরং তা ভেঙ্গে দেয়া জায়েয। কেন না আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে তিনি বলেনঃ আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কিছু হাদিয়া দেয়া হয়েছে (অপর বর্ণনায়) কিছু রিযিক এসেছে আমাদের নিকটে। আমি আপনার জন্য কিছু যোগায়ে রেখেছি। তিনি ﷺ বললেনঃ উহা কি বস্তু। আমি বললাম হায়েস ( ) তিনি ﷺ বললেনঃ আমাকে তা দান কর। আমি তা নিয়ে আসলাম। তিনি খাওয়ার পর বললেনঃ আমি ছিয়াম ব্রত অবস্থায় ছিলাম। (মুসলিম) তবে ফরয ছিয়াম হলে তা অবশ্যই পুর্ন করতে হবে।

প্রশ্ন মালাঃ

১) তিন প্রকার মুস্তাহাব ছিয়াম দলীলসহ উল্লেখ কর।

২) নিম্ন বর্ণিত দিন সমূহে ছিয়াম রাখার বিধান উল্লেক করঃ
৮ই যুল হজ্জ - অর্ধ শাবান
ঈদের দিন সোমবার ট্ট রজব মাস

৩) কোন ব্যক্তির জন্য ছিয়াম রেখে তা ভঙ্গ করা কি বৈধ? বুঝিয়ে বল।

৪) কোন ব্যক্তি জুনবী অবস্থায় ঘুম থেকে জাগ্রত হয়েছে এমতাবস্থায় সে প্রথমে সাহরী খাবে না প্রথমে গোসল করবে?

অধ্যায়ঃ লাইলাতুল কদরের অনুসন্ধান ও উহার ফযীলত।

এই রাত্রে দুওয়া কবুলের অধিক আসা রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ ---------- আপনাকে কে জানাবে লাইলাতুল কদর কি? লাইলাতুল ক্বদর বা কদরের রাত্রী এক হাজার মাস (এর ইবাদত অপেক্ষা উত্তম) (সূরা ক্বদরঃ ৩)

আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত নবীর হাদীসে এসেছে ---------- যে ব্যক্তি কদরের রাত্রীর কিয়াম করবে ঈমানের সাথে ও সাওয়াবের আশায় তার অতীতের গুনাহ মার্জনা করে দেয়া হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

লাইলাতুল ক্বদরের সময়ঃ

উহা রমযানের শেষ দশকের সাথে খাস। এই শেষ দশকের বিজোর রাতগুলি হল ইহার স্থান। আর এই কদরের রাত ২৭ তারিখে হওয়ার বেশী সম্ভাবনা রয়েছে।

ইহা গোপন রাখার রহস্যঃ

কোন রাতে লাইলাতুল কদর হবে এবিষয়ে রাসূল চুড়ান্ত ভাবে কোন ফায়সালা দেননি। এটা এজন্যই করা হয়েছে যাতে করে মুসলমানগন ইবাদতে বেশি বেশি পরিশ্রম করে এবং লাইলাতুল কদর অন্বেষনের আশায় প্রচেষ্ট অব্যতহ রাখে। যেমন জুমআর দিনে দুওয়া কবূলের মুহূর্তটি গোপন রাখা তদরুপ এখানেও করা হয়েছে। কদরের রাতে এই দুওয়াটি পড়া মুস্তাহাবঃ ----------

হে আল্লাহ নিশ্বয় আপনি ক্ষমাশীল। ক্ষমা করা পছন্দ কর সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দিন। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, আহমাদ)

প্রশ্নমালাঃ

১) লাইলাতুল কদরের ফযীলত সম্পর্কে আলোচনা কর।
২) ইহা গোপন রাখার রহস্য কি? জুমআর দিনে দুওয়া কবূলের মূহূর্তটি গোপন রাখার রহস্য কি?
৩) লাইলাতুল কদরে কি বলা মুস্তাহাব?
৪) লাইলাতুল কদর কোন সময়ের সাথে খাস? উহা পাওয়ার সব থেকে আশা পূর্ন সময় কোনটি?

অধ্যায়ঃ ইত্তেকাফ

ইত্তেকাফের সংজ্ঞাঃ উহার আবিধানিক অর্থ হলঃ কোন বস্তুর স্থিতিশীলতা
শরীয়তের পরিভাষায়ঃ আনুগত্বের উদ্দেশ্যে মসজিদে অবস্থান নির্ধারিত করে আল্লাহর জন্য বিশেষ পদ্ধতি ইবাদত করা।

উহা সংবিধিবদ্ধ করনের রহস্যঃ

এজন্যই তা সংবিধিবদ্ধ করা হয়েছেঃ কারন পরহেজগার বান্দার মসজিদে (নির্দৃষ্ট সময় পর্যন্ত) সর্বদা অবস্থান করা আনুগত্ব করা ও হারাম বর্জন করার নিমিত্তে ইহা বড় প্রমান যে সে আল্লাহকে ভাল বাসে তার সন্তুষ্টিকে অন্বেসন করে। তার কাছেই সে সওয়াব কামনা করে চিরস্থায়ী জান্নাতের মধ্যে। বস্তুত ইহা আল্লাহর নৈকট্য ও আনুগত্ব। আল্লাহতাআলা বলেনঃ ----------

আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলের নিকট এই মর্মে আদেশ দিলাম যে, তোমরা আমার ঘরকে তাওয়াফ কারী, ইত্তেকাফ কারী, এবং রুকু সেজদা কারীদের জন্য পূত পবিত্র করে রেখ। (বাকারা-১২৫)

ইত্তেকাফের বিধানঃ

ইহা সুন্নত সম্মত। রসূল ﷺ রমযানের শেষ দশকে নিয়মিত এই ইত্তেকাফ করেছেন। তার সাথেও তার তিরধানের পরে তার স্ত্রীগনও ইত্তেকাফ করেছেন। ইহা মান্নত ছাড়া ওয়াজেব নয। অর্থাৎ কেউ যদি ইহার মান্নত করে তবেই তা ওয়াজেব হবে নতুবা তা সুন্নত হিসাবে গন্য হবে। দলীল নবী ﷺ বলেনঃ ---------- যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্ব করার নযর মান্যত করবে সে যেন তার আনুগত্ব করে (বুখারী)

ইত্তেকাফ বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলীঃ

উহা বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য ছয়টি শর্ত রয়েছেঃ

১) ইসলাম
২) নিয়ত
৩) বিবেক সম্পন্ন হওয়া
৪) গোসল ওয়াজেব কারী বিষয় হতে বিরত থাকা। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ ----------
---

এবং অপবিত্র অবস্থায় (ছালাতের নিকটবর্তী হবে না) যতক্ষন পর্যন্ত গোসল না করবে। কিন্তু যদি পথ অতিক্রম কর তবে সে কথা ভিন্ন। (নেসা-৩৪) উহা মসজিদে হতে হবে দলীলঃ আল্লাহ তাআলার বানীঃ----------

- ইত্তেকাফকারীর জন্য মুস্তাহাব বিয়ষঃ তোমরা যখন মসজিদে ইত্তেকাফ করবে
- আনুগত্বশীল কাজে ব্যস্ত থাকা এবং অনর্থক কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকা
- এত্তকাফ কারীর জন্য যা করা বেধঃ
- একান্ত প্রয়োজনীয় কাজে বের হওয়া তার জন্য জায়েয। যেমন পবিত্রতা অর্জন। পানাহার করা (যদি কেউ তা তার নিকট না নিয়ে আসে) পেশাব, পায়খানা, তার স্ত্রী তাকে যিয়ারত করতে পারে ও তার সাথে কথা বলতে পারে। তার জন্য যিয়ারত কারীর সাথে কথপোকথন করা জায়েয, তবে অতিরিক্ত কথা বলবে না।

যা দ্বারা ইত্তেকাফ বাতিল হয়ঃ

১) স্ত্রী মিলন করলে
২) যে কোন ভাবে বীর্য পাত করলে ইত্তেকাফ বাতিল হবে।
৩) বিনা প্রয়োজনে মসজিদ থেকে বের হলে।

প্রশ্নমালাঃ

১) ইত্তেকাফের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ বল।
২) এত্তকাফ সংবিধিবদ্ধ হওয়ার রহস্য কি?
৩) ইত্তেকাপের বিধান বল। উহা বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তগুলি কি কি?
৪) ইত্তেকাফকারীর জন্য মসজিদ হতে বের হওয়ার বিধান কি?

যাকাত পর্ব

ফিক্বহা লেভেল-৩

যাকাত সংবিধিবদ্ধ হওয়ার রহস্যঃ

১) বরকত স্বরুপ মাল বৃদ্ধি লাভ করা। নবী ﷺ বলেনঃ কোন মালের সাদকা উহা কমায় না (মুসলিম) নবী ﷺ আরো বলেনঃ যে ব্যক্তি খেজুর বরাবর পবিত্র উপর্জন হতে দান করবে - আর আল্লাহ পবিত্র বস্তু ছাড়া অন্য কিছু গ্রহন করেন না - আল্লাহ উহাকে ডান হাতে গ্রহন পূর্বক উহা তার মালিকের জন্য বাড়াতে থাকে যেমন করে তোমাদের একজন তার ঘোড়ার বাচ্চাকে বারাতে থাকে - এমন কি তা পর্বত সাদৃশ্ব হয়ে যায়। (মুত্তাফাক আলায়হে)
২) উহা একটি সুদৃঢ় আড় স্বরুপ হয়ে যায়। যা সম্পদকে বিভিন্ন বিধ্বংশী বালা মুসীবত হতে রক্ষা করে। যা ধ্বংশ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল যাকাত না দেয়ার কারনে।

৩) যাকাত আদায় কারীকে কৃপনতার মন্দগুন ও গুনাহ্ হতে পূত পবিত্র করে তোলে এবং উহা আদায় কারীর থেকে বখিলী গুনকে মিটিয়ে ফেলে।

৪) ইসলামী সমাজকে বিপর্যয় থেকে রক্ষা করে এবং চারিত্রিক বিভিন্ন অপরাধের অবসান ঘটায় এই যাকাত।

৫) ধনী গরীবের মধ্যে ভ্রতৃত্ব স্থাপনের ক্ষেত্রে যাকাতের সুপ্রভাব রয়েছে।

যাকাত অনাদায় কারীর শস্তিঃ

নবী ﷺ বলেনঃ যদি কোন সম্পদের কালিক সম্পদের (যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পরেও তার) যাকাত আদায় না করে, তবে কিয়ামত দিবসে উহাকে বিষধর স্বর্পে রুপান্তরিত করা হবে। যে তার মুখের দুই চুওয়ালকে (চিমটে) ধরে বলবে, আমিই তোমার মাল, আমিই তোমার সেই সঞ্চিত সম্পদ (মুখারী)

যাকাতে সজ্ঞাঃ

যাকাতের আভিধানিক অর্থ হলঃ বৃদ্ধি লাভ করা, বর্ধিত হওয়া, পরিশুদ্ধ করা ইত্যাদী। আল্লাহ বলেনঃ ---------- সে ব্যক্তি সফলকাম হয়েছে যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করেছে ট্ট (আশ সামসঃ ৯)

শরীয়তের পরিভাষায়ঃ যাকাত হল ঐ ওয়াজেব অংশ যা নিদৃষ্ট সম্পদের মধ্যে, নিদৃষ্ট ব্যক্তিদের জন্য। নিদৃষ্ট সময়ে বের করা হয়ে থাকে।

উহার বিধানঃ কুরআন সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা উহা ওয়াজিব। কুরআন থেকে দলীলঃ ---------- আর যাকাত প্রদান কর (নূরঃ ৫৬)

হাদীস থেকে দলীলঃ নবী ﷺ এর বানী তিনি বলেন ইসলাম পাঁচটি বস্তুর উপর ভিত্তি শীল তা হল কলেমা, নামায রোযা হজ্ব এবং যাকাত প্রদান করা (বুখারী ও মুসলিম)

ইজমা হতে দলীলঃ সমস্ত মুসলিম ব্যক্তি এ বিষয়ে ঐক্যমত যে, যাকাত দেয়া ওয়াজিব। এবং যে ব্যক্তি উহা পরিত্যাগ করবে উহার ওয়াজিব হওয়াকে অস্বীকার করতঃ তবে সে কাফের হয়ে যাবে।

ইসলামে উহার মর্যাদাঃ

উহা ইসলাম ধর্মের তৃতীয় রুকন। এবং উহার ঐসমস্ত স্বম্ভের অন্যতম যার বড়ি ও বিল্ডিং উহা ছাড়া প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব। আর উহাকে নামাযের সাথে সংযুক্ত করে ৮২ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েচে। (উহা হিজরতের ২য় সনে ফরয হয়)।

নেসাব ও যাকাতের মধ্যে মার্থক্যঃ

নেসাব হলঃ উহা সেই পরিমান মাল যাতে যাকাত ওয়াজেব হয়।

যাকাত হলঃ উহা সেই পরিমান সম্পদ যা নেসাব হতে নেয়া হয়ে থাকে।

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলীঃ

মুসলিম ব্যক্তির উপর যাকাত ফরজ হবে পাঁচটি শর্ত সাপেক্ষ্যে।

১) ইসলাম

২) স্বাধীন হওয়া

৩) নেসাব পরিমানের অধিকারী হওয়া

৪) সম্পদে পূর্ন মালিকানা থাকা (যেমন তার হাতে থাকবে সে যা করতে চায় করতে পারবে।

৫) এক বছর অতিক্রম করা (তবে ইহা যমীন উৎপন্ন ফসলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কারন ওতে বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়। [বরং যখনই ঘরে কেটে আনা হবে তখনই যাকাত দিতে হবে]

- যে সমস্ত মালে যাকাত ফরয তা পাঁচ প্রকারঃ

১) চতুস্পদ জন্তু যা চারন ভুমিতে নিজেই চরে খায়।

২) যমীন হতে উৎপাদিত ফসল।

৩) স্বর্ন রৌপ্য

৪) ব্যবসায় পন্য

প্রশ্নমালাঃ

১) আল্লাহতালা যাকাত সংবিধিবদ্ধ করেছেন সুউচ্চ রহস্য ও সু-উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে। উক্ত রহস্য ও উদ্দেশ্য গুলি কি কি?

২) যাকাতের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ বর্ণনা কর।

৩) যাকাতের বিধান দলীল সহ উল্লেখ কর। ইসলাম ধর্মে উহার মান কত টুকু?

৪) যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলী গননা কর।

৫) কোন কোন সম্পদে যাকাত ওয়াজিব?

৬) নেসাব ও যাকাতের মধ্যে কি পার্থক্য রয়েছে?

অধ্যায়ঃ ঐ সমস্ত মালের বিবরণ যাতে যাকাত দেয়া ওয়াজিবঃ

১) ঐ সমস্ত চতুস্পদ জন্তু যা (সায়েমাহ্) অর্থাৎ নিজে চারন ভূমিতে চরে যায়। যেমনঃ উট, গরু, কবরী-ছাগল। এর শর্ত হল এই যে, পশুগুলি বছরের অধিকাংশ ভাগ চরে খাবে। তবে যদি ব্যবসার জন্য তা প্রস্তুত করা হয তবে তাতে ব্যবসা পন্যের ন্যায় যাকাত দিতে হবে। আর যদি কাজের জন্য উহা রাখা হয় তবে তাতে কোন যাকাত নেই।

নেসাব	পরিমান	যাকাতের ওয়াজিব অশং
প্রথম	৫ হতে ৭টি উট পর্যন্ত	একটি ছাগল, ৫এর কমে যাকাত নেই
২য়	১০ হতে ১৪টি উট পর্যন্ত	২টি ছাগল
৩য়	১৫ হতে ১৯টি উট পর্যন্ত	৩টি ছাগল
৪র্থ	২০ হতে ২৪টি উট পর্যন্ত	৪টি ছাগল
৫ম	২৫ হতে ৩৫টি উট পর্যন্ত	বিনতু মাখা, এক বছরের মাদী উট, না পাওয়া গেলে ইবনু লাবুন (যার বয়স ২ বছর)
৬ষ্ট	৩৬ হতে ৪৫টি উট পর্যন্ত	বিনতু লাবূন (দুই বছর পূর্ন কারী মাদী উট)
৭ম	৪৬ হতে ৬০টি উট পর্যন্ত	হিক্কাহ্ (৩ বছর পূর্ন কারী মাদী উট)

৮ম	৬১ হতে ৭৫টি উট পর্যন্ত	জাবআহ (চার বছর পূর্ন কারী উটনি)
৯ম	৭৬ হতে ৯০টি উট পর্যন্ত	দুটি বিন্তে লাবূন।
১০ম	৯১ হতে ১২০টি উট পর্যন্ত	দুটি হিক্কাহ

যাকাতের পশুর পরিমান ১২১ হতে তদুর্ধে হলে যাকাতের পরিমান স্থীতিশীল হয়ে যাবে। সুতরাং প্রত্যেক ৪০শে বিন্তে লাবূন এবং প্রত্যেক ৫০শে হিক্কাহ্ দিতে হবে।

- গরুও তার নেসাব ও যাকাতের পরিমানঃ

নেসাব	পরিমান	যে পরিমান তাতে যাকাত রয়েছে
প্রথম	৩০ হতে ৩৯ পর্যন্ত	এক কছর পূর্ন কারী রন গরু বা মাদী গরু দিতে হবে।
২য়	৪০ হতে ৫৯ পর্যন্ত	দুই বছর পূর্ন কারী মুসিন্ন্য দিতে হবে
এর পর নেসাব স্থায়ী হয়ে যাবে	৬০ হতে তদুর্ধ পর্যন্ত	প্রতি ৩০টি গরুতে একটি বছর পূর্ন কারী বাছুর এবং প্রত্যেক ৪০শে মুসিন্নাহ তথা দুই বছর পূর্ন কারী বাছুর যাকাত দিতে হবে।

উদাহরন স্বরুপঃ ৬০ হতে - ৬৯ পর্যন্ত দুটি এক বছর পূর্ন কারী কাছুর
৭০ থেকে ৭৯ পর্যন্ত এক বছর পূর্ন কারী কাছুর এবং দুবছর পূর্নকারী মুসিন্নাহ।
৮০ হতে ৮৯ পর্যন্ত দুটি মুসিন্না অর্থাৎ দুই বছর পূর্ন কারী মাদী বাছুর দিতে হবে।

- ছাগল বকরীর নেসাব ও যাকাতের পরিমানঃ

নেসাব	উহার পরিমান	তাতে যা ওয়াজিব হয়
১ম নেসাব	৪০ থেকে ১২০	উহাতে একটি ছাগল দিতে হবে
২য় নেসাব	১২১ থেকে ২০০	দুটি ছাগল দিতে হবে
৩য় নেসাব	২০১ থেকে ৩০০ পর্যন্ত	তিনটি ছাগল দিতে হবে।
এর পর যাকাতের পরিমান স্থীতিশীল হবে যেমন		
	৩০১ হতে -	প্রতি ১০০টিতে একটি ছাগল দিতে হবে
	৩০১ হতে ৩৯৯	এতে তিনটি ছাগল দিতে হবে
	৪০০ থেকে ৪৯৯	এতে চারটি ছাগল দিতে হবে

বিঃদ্রঃ যাকাতে সাঁড়, অতিবৃদ্ধ, ক্রুটিপূর্ন, খারাপ সম্পদ গ্রহন করা হবে না। কারন এতে যাকাত দান কারীদের (বা যাকাত গ্রহন কারীদের) প্রতি ক্ষতি সাধন করা হয়। সব থেকে মূল্যবান সম্পদ গ্রহন করা হবে না কারন তাতে সম্পদের মালিকের প্রতি ক্ষতি সাধন করা হয়। রবং মধ্যম সম্পদ হতে নেয়া হবে।

উট বিভিন্ন প্রকারের হয় যেমন বুখারী, আরাবী, ছাগল ও অনুরুপ কয়েক প্রকার রয়েছেঃ যেমন ভেড়া, মেষ, গরুর অন্তভুক্ত হল মহিষ ইত্যাদী আরো বিভিন্ন প্রকার। এগুলোর সবই যাকাতের অন্তভুক্ত। কোন ব্যক্তির উপর দাতাল জীব যাকাতে আদায় করা ফরয হলে এবং তা সে না পেলে ওর চেয়ে কম বয়সী পশু যাকাত হিসাবে বের করবে এবং সাথে বের করবে দুটি ছাগল অথবা ২০ দেরহাম। আর যদি তা ওর চেয়ে উত্তম পশু বের করতে পারবে। আমাদের বর্তমান সময়ে ২০ দেরহামরে বিকল্প ছাগল দুটির মূল্যের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে।

যাকাতে মাদী ছাড়া অন্য কোন পশু বের করা যাবে না অবশ্য ৩০টি যদি গরু হয় তবে সেকথা ভিন্ন। অনুরুপ ভাবে ইবনু লাবূন বের করা যাবে না বিন্তু মাখাযের পরিবর্তে। তবে চতুস্পদ জন্তু সব গুলিই যদি নর হয় সেকথা ভিন্ন। আর কোন রোগী পশু যাকাতে বের করা যাবে না তবে যদি সবগুলো পশুই রোগী হয় তাহলে রোগী পশু যাকাতে বের করা যাবে।

- হাদিসে বর্ণিত নির্দিষ্ট বয়সের পশুই যাকাতে বের করতে হবে। তবে যদি সম্পদের মালিক ওর চেয়ে উত্তম বয়সের পশু যাকাত হিসাবে বের করতে চায় তাহা উত্তম হবে এবং তত বেশী সওয়াবও রয়েছে।
- যদি কোন ব্যক্তির নিকট মেষ, ভেড়া, খারাপ মোটা তাজা, নর মাদী, ছোট এবং বড় ইত্যাদী সব ধরনের পশু থাকে তবে ভালো মন্দের মধ্যবর্তী পশু থেকে যাকাতের জন্য নেয়া হবে।
- যদি কারো চারন ভুমিতে চরে খাওয়া পশু দুটি জেলায (শহরে) থাকে তাতে ও যাকাত রয়েছে যদি তা নেসাব পরিমান হয়ে থাকে।
- যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে কুট কৌশল অবলম্বন করা হারাম। অতএব যাতাকের ভয়ে দুজনের আলাদা সম্পদকে একত্র করে বা উভয়ের জমা কৃত যৌথ সম্পদকে পৃথক করন কোনটাই করা যাবে না। যাকাতের ভয়ে দুই পৃথক সম্পদকে একত্র করনের উদাহরণঃ যেমন তিন জন ব্যক্তি রয়েছে, তাদের প্রত্যেকেই ৪০টি ছাগলের মালিক। সেকারনে এদের প্রত্যেকের উপর একটি করে ছাগল যাকাত হিসাবে বের করা ওয়াজিব। কিন্তু তারা উভয়ে সমস্ত পশুকে জমা করল এতে সংখ্যা দাড়ালো ১২০টি ছাগল। আর এর মধ্যে তাদেরকে যাকাত দিতে হবে একটি মাত্র ছাগল। অথবা দুজন শরীকদারের সর্ব মোট ৪০টি ছাগল রযেছে। তাদের পত্যেকের ২০টি করে ছাগল রয়েছে। তাদের এ জমাকৃত পশুতে একটি পশু যাকাত রয়েছে। এদেখে তারা যদি ২০টি ২০টি করে ছাগল পৃথক করে নেয় যাতে করে তাদেরকে কোন যাকাত দিতে না হয়। শরীয়তে যাকাত আদায় না করার এই কুট কৌশল পূর্ন রুপে নিষিদ্ধ।

প্রশ্ন মালাঃ

১) সায়েমা এর সংঙ্গা দাও। ইহার প্রকারগুলি কিকি? কখন যাকাতের ফরয অংশ উট, গরু, ছাগলের যাকাতের ক্ষেত্রে স্থীতি শীলতা লাভ করে?

২) নিম্নে বর্ণিত পশুগুলির যাকাতের বর্ননা দাওঃ ১০০টি উট, ৮০টি গরু, ৩০০টি ছাগল, ৯০টি উট, ৯০টি গরু, ৯০টি ছাগল।

৩) যাকাতে অতি বয়স্ক (বুড়া) পশু নেয়ার বিধান কি? কারন সহ উল্লেখ কর।

৪) নিম্নের শব্দগুলি দ্বারা কি উদ্দেশ্য করা হয়েছে? বিন্তু মাখায, বিন্তু লাবূন, হিক্কাহ, মুসিল্লাহ, তাবী?

৫) নিম্নে বর্নিত মাসআলায় যাকাত ফরয কি না উল্লেক করঃ

- একজন ব্যক্তি ৩৯টি ছাগলের মালিক আর ঐ পশূ গুলো বছরের অধিকাংশই নিজে চারন ভুমিতে চরে খায়।
- কোন এক মহিলার ৪২টি গরু রয়েছে, সে এদেরকে (বছরে) চার মাস নিজে চরিয়েছে (অর্থাৎ তাদের চারা পানি নিজে সংগ্রহ করেছে)

৬) মুহাম্মদের নিকট ২০টি উট রয়েছে, এগুলোর জন্য সে নিজে চারা (আহার্য বস্তু) ক্রয় করেছে। সে এগুলো বিক্তি করার ঘোষনা দিয়েছে ০১/০২/১৪১৭হিঃ তারীখে সে এগুলোর যাকাত কিভাবে দিবে?

- যমীন উৎপাদিত ফসলের যাকাত যমীন উৎপাদিত ফসল চার প্রকারের হয়ে থাকেঃ

১) শষ্যদানা ও ফল মূল।
২) খনীজ সম্পদ।
৩) রেকায বা প্রথিত সম্পদ।
৪) মধু।

এগুলোতে যাতাত ওয়াজিব হওয়ার দলীল হলঃ আল্লাহ তাআলার এই বানীঃ ----------

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপার্জিত পবিত্রবস্তু হতে খরচ কর আরো খরচ কর তাহতে যা আমি তোমাদের জন্য যমীন হতে বের (উৎপাদন) করেছি। (বাকারাহ: ২৬৭)

১ম প্রকারঃ শষ্য দানা ও ফলমূল।

প্রশ্নঃ সমসত শষ্য ও ফল মূলেই কি যাকাত রয়েচে, নাকি তা নিদৃষ্টিকিছু প্রকারে রয়েছে?
উত্তরঃ এ বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন শুধুমাত্র চার প্রকার শষ্যে যাকাত রয়েছে তাহলঃ গম, জব, খেজুর, কিশমিশ। তার কারন এগুলোই হাদীছে এসেছে (দ্রঃ নাযলুল আওতার, তামামুল মিন্নাহ, আত্তালী কাতুর রাযিয়্যাহ, প্রভৃতি)। কেউ কেউ বলেছেনঃ প্রত্যেক উৎপাদিত শষ্যেই যাকাত ওয়াজিব। কারন হাদীছের ভাষা এবিষয়ে ব্যাপকঃ হাদীছে এসেছেঃ ----------

আসমান ও ধর্নার পানি দ্বারা যে সব ফসল উৎপাদিত, তাতে এক দশমাংশ (১/১০) যাকাত রয়েছে। (বুখারী)

কেউ কেউ বলেছেনঃ যাকাত ওয়াজিব শুধু মাত্রই সমস্ত শস্য দানা ও ফল মূলে যা ওজন করা যায় ও গুদাম জাত করা যায়। অবশ্য যমীনে উৎপাদিত শাকসব্জীতে মতবিরোধ একে বারেই কম রয়েছে। তবে অগ্রাধিকার যোগ্য কথা হল এইযে, শাকশব্জীতে কোনই যাকাত নেই। কেননা এ সম্পর্কে কিছু হাদীসেও আলোকপাত করা হয়েছে। (যেমন নবী ﷺ ফরমাইয়াছেনঃ ----------

শাখ শব্জীতে কোন যাকাত নেই, তিরমিযী, ইবনে মা-জাহ, দারাকুনী, হাদীস সহীহ। দ্রঃ ইরওয়াউল গালীল হা/৮০১, ছহীহুল জামে হা/৫৪১১)

শষ্যদানাঃ যেমন চাল, জব, ডাল হিমস (মসুর) ভুট্টা, গম প্রভৃতি।
ফলমূলঃ যেমন খেজুর, কিশমিশ, যয়তুন, এগুলোই দীর্ঘ মেয়াদের জন্য গুদামজাত করা হয়। এসব দ্রব্যে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলী হলঃ শষ্যদানা ও ফলমূলে যাকাতের প্রাথমিক শর্তাবলী সহ নিম্নের শর্তগুলি থাকা বাঞ্চনীয়ঃ

ক) দানা জাতীয় হবে, অথবা ফলমূল হবে।
খ) গুদাম জাত যোগ্য হতে হবে।
গ) ওজন করা যায় এমন হতে হবে।

- ওযনকৃত ও পরিমাপ কৃত বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য হলঃ পরিমাপ দ্বারা উদ্দেশ্য হল সাইজ। সুতরাং তা এমন পাত্রে রাখা হবে যা তার পরিমানের বর্ণনাদেয় যেমনঃ সা, কিন্তু ওযন দ্বারা উদ্দেশ্য কোন কিছুর ভারত্ব অনুমান করা সুতরাং উহা দাড়ি পল্লায় রাখা হয়ে থাকে।

(শষ্যের ক্ষেত্রে বছর অতিক্রান্ত হওয়া শর্ত প্রযোজ্য নয়। বরং তা কেটে ঘরে আনা হলেই তা তেকে যাকাত বের করতে হবে।

শষ্যের নেসাবঃ উহার নেসাব হল পাঁচ ওসাক্ব অর্থাৎ নবী ﷺ অনুপাতে তিনশত সা হয় এবং বর্তমান হিসাবে প্রায় ছয়শত বিশ (৬২০) কিঃগ্রাঃ হয়।

উক্ত নেসাবের সুন্নাত হতে দলীলঃ রাসূলের ﷺ বানীঃ ----------
কোন প্রকার শষ্য দানায় ও ফলমূলে যাকাত নেই যত ক্ষন পর্যন্ত তা পাঁচ ওয়াসাক্ব পরিমানে উত্তীর্ন না হবে (প্রসিদ্দ ছা জন ইমাম তথা ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাযা, আহমাদ প্রমুখগণ স্বস্ব গ্রন্থে হাদীসটি বর্ননা করেছেন)

- শষ্য ও ফলমূলে যে পরিমান যাকাত দেয়া ওয়াজিবঃ

১) ১/১০ এক দশমাংশ যাকাত দিতে হবে। যদি বিনা পরিশ্রমে তথা বৃষ্টি ও ঝর্ণার পানি ছাড়ায় উৎপাদিত হয়। এক্ষেত্রে ও একদশমাংশ এজন্যই দিতে হয় কারন এর উৎপাদনে কস্ট করতে হয় না।

২) এবং বিশ ভাগের একভাগ দিতে হবে যদি সে ফসল কষ্ট ও শমের মাধ্যমে উৎপাদিত হয়ে থাকে যেমন কুপের পানি ইত্যাদী সেচ করে উৎপাদন করা হয়।

দলীলঃ নবী ﷺ এর হাদীস ----------
যেসব ফসল আসমান ও ঝর্নার পানি দ্বারা উৎপাদিত হয় তবে তাকে একদশমাংশ যাকাত দিতে হবে। আর যদি পানি সিঞ্চনের মাধ্যমে উৎপাদিত হয় তবে বিশ ভাগের একভাগ দিতে হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

নেসাব পুরা করার জন্য শষ্যদানা ও ফলমূলকে অন্য দ্রব্যের সঙ্গে মিলানো যাবে না তবে যদি একই গ্রুপের ও বিভিন্ন প্রকারের হয় যেমন খেজুর তবে সে কথা সতন্ত্র।

- যদি ভালো দ্রব্যের যাকাত খারাপ দ্রব্যবের করে তবে তা বৈধ হবে না অবশ্য এর বিপরীত বৈধ এবং সে এক্ষেত্রে সওয়াব ও পাবে।
- শষ্যদানা শক্ত হয়ে উঠলে তাতে যাকাত ওয়াজিব হয় আর ফলমূলে যাকাত ওয়াজিব হয় যখন তার ভালো আলামত দেখাদিবে। তথা লাল, যর্দা প্রভৃতি রঙ ধারন করবে অথবা আঙ্গুর মিষ্টি হয়ে উঠলে।
- যদি কেউ কারো জমি ভাড়া লয় এবং তাতে চাষাবাদ করে তবে যাকাত দেয়া তারই উপর ওয়াজেব হবে। মালেকের উপর নয়। ইহাই অধিকাংশ বিদ্বানের সিদ্ধান্ত। কারন যাকাত হল শষ্যের হক। যমীনের হক্ব নয়। যদি খেজু, আঙ্গুর প্রভৃতিতে রঙ ধরে যায় এবং তার বলিষ্ঠতা স্পস্ট হয়ে যায় তবে তার নেসাব এর পরিমান পরিমাপ ছাড়াই অনুমানের ভিত্তিতে করতে হবে। আর তা হবে এই বাবেঃ কোন আমানত দার, অনুমানকারী যার বৃক্ষে থাকা কাচা খেজুর ও আঙ্গুর সম্পর্কে সম্মক জ্ঞান আছে সে অনুমানের ভিত্তিতে যাকাতের নেসাব নির্ধারন করবে যাকাত আদায়ের পরিমান নির্দিষ্ট করার জন্য। যদি ফল শুকিয়ে যায় এবং খেজুরে অথবা (আঙ্গুর) কিশমিশে রুপান্তরিত হয়ে যায় তবে তা থেকে পূর্ব পরিমান কৃত যাকাতের অংশ বের করতে হবে। তবে শষ্য দানা থেকে যাকাত বের করতে হবে উহার খোশা ছাড়িয়ে নেয়ার পর।

শষ্যের মালিকের জন্য বৈধ আছে স্বীয় ফসল আহার করা, সুতরাং সে ফসল কেটে আনার আগে যা খেয়ে ফেলবে তা হিসাব করা ধরতব্য নয়।

- খেজুরের এক প্রকারকে অপর প্রকারের সঙ্গে মিলানো জায়েয আছে। যেমনঃ খেজুরের বিভিন্ন প্রকারকে একে অপরের সাথে মিলানো যায়। এতে কোন মতানৈক্য নেই। তবে যদি দুই দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন যাতের হয় যেমনঃ যয়তুন ও আঙ্গুর তবে এক্ষেত্রে একটিকে অপরটির সাথে মিলানো যাবে না। অনুরুপভাবে শষ্য দানা এক প্রকার অপর প্রকারের সাথে মিলানো যাবে না। অতএব গমকে জবের সাথে মিলানো যাবে না। বরং প্রত্যেক প্রকার আপন স্থানে সতন্ত্র হয়ে থাকবে। একই বছরের ফলমূলকে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। উধাহরন স্বরুপঃ কিছু ফল গ্রীস্ম কালে কিছু ফল শীত কালে যদি হয় তবে একটাকে অপরটার সঙ্গে (হিসাবে) সংযুক্ত করতে হবে যদিও সে তা বিক্রি করে ফেলে না কেন।

দ্বিতীয় প্রকার খনিজ সম্পদ

ইহার সংজ্ঞাঃ যমীনে জন্মিত প্রত্যেক মূল্যবান ধাতু খনিজ সম্পদ বলা হয় যা যমীনের অন্তভূক্ত নয়। যেমনঃ স্বর্ন, রৌপ্য, লোহা, অ্যালোমিনিয়াম, রুসাস (একপ্রকার পদার্থ) টিন, জওহর প্রভৃতি।

- খনিজ সম্পদের যাকাতের পরিমানঃ

উহার মূল্যের (৫,২%) দিতে হবে যদি তা মূল্যনির্ধারক বস্তু না হয়। আর যদি উহা মূল্য নির্ধারক ধাতু হয় (যেমন স্বর্ন রৌপ্য ইত্যাদী) তবে ঐ ধাতুরই (৫,২%) হারে যাকাত বের করতে হবে।

- সাগর থেকে উত্তলিত সম্পদের বিধানঃ

সাগর থেকে উদ্দার কৃত কোন ধাতুর যাতাক নেই। যেমনঃ মতি ও মনিমুক্তা প্রভৃতি এতে কোন প্রকার যাকাত নেই।

সমাপ্ত